



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর



তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন নম্বরসমূহঃ ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০
৯১৩৭৪৪৯, ৯১১০৬৭৫, ৮১৮১২১১ । ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : cicicbd@yahoo.com



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর



তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন নম্বরসমূহ: ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০
৯১৩৭৪৪৯, ৯১১০৬৭৫, ৮১৮১২১১ । ফ্যাক্স: ৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : cicicbd@yahoo.com



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন নম্বরসমূহ: ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭,
৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০ ৯১৩৭৪৪৯, ৯১১০৬৭৫,
৮১৮১২১১ । ফ্যাক্স: ৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : cicicbd@yahoo.com



তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও বিধিমালা, ২০০৯
এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সহযোগিতা : কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : জুন, ২০১০

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭



তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমান সরকার ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ করে দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রসংশিত হয়েছে।

এই আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হবে। জনগণ এবং সরকারের মেলবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারী কোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কারো কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না। ফলশ্রুতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। এই তথ্য অধিকার আইন প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তাঁদের স্বীয় কার্য সম্পাদনে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবে এবং তাঁদের কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখিত লক্ষ্যগুলো অর্জনকল্পে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ সহজভাবে জনগণের নিকট বোধগম্য করার জন্য কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর এবং এই আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্বলিত একটি পুস্তিকা তিনটি অংশে বিভক্ত করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ পুস্তিকাটি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আবেদনকারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি কার্যক্রম শুরু করেছে। জনবল নিয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণশেষে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা আরো বেগবান হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তারিখঃ ২২.০৬.২০১০

প্রথম অংশ

সূচী	পৃষ্ঠা নং
১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (বাংলা পাঠ প্রকাশের তারিখ : ০৬.০৪.২০১০)	৭-২৬
২। The Right to Information Act, 2009 (ইংরেজী পাঠ প্রকাশের তারিখ : ২৯.১০.২০০৯)	২৭-৫৩
৩। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ (প্রকাশের তারিখ : ০১.১১.২০০৯)	৫৪-৬০
৪। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী (প্রকাশের তারিখ : ০৮.০৩.২০১০)	৬১-৬২

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :-

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান
করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি-হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের-

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতিত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে-

(ক) “আপীল কর্তৃপক্ষ” অর্থ-

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান;

(খ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ-

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) “কর্মকর্তা” অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “তথ্য প্রদান ইউনিট” অর্থ

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

- (ঙ) “তথ্য কমিশন” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;
- (চ) “তথ্য” অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;
- তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (ছ) “তথ্য অধিকার” অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;
- (জ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের তফসিল;
- (ঝ) “তৃতীয় পক্ষ” অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ;
- (ঞ) “দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;
- (ট) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;
- (ঠ) “প্রবিধান” অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান;
- (ড) “বাছাই কমিটি” অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;
- (ঢ) “বিধি” অর্থ ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি ।

৩। আইনের প্রাধান্য।- প্রচলিত অন্য কোন আইনের-

- (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না; এবং
- (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি

৪। তথ্য অধিকার।- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে ।

৫। তথ্য সংরক্ষণ।- (১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে ।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে ।

(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে ।

৬। তথ্য প্রকাশ।- (১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :-

- (ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পত্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;
- (খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;
- (গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তাহার সহিত কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে সেই সকল শর্তের বিবরণ;
- (ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

(৪) কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং, প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করিবে।

(৮) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।- এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা :-

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

- (খ) পরাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
- (ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- (ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :-
- (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
- (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
- (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
- (চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;
- (ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;
- (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;
- (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
- (ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

- (খ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
- (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ।- (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা :-

- (অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;
- (আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;
- (ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং
- (ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আশ্রয়ী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি।- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন- তথ্যের মুদ্রিত মূল্য ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপ কার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায় তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

১১। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১২। তথ্য কমিশনের গঠন।- (১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অনূন ১ (এক) জন মহিলা হইবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) তথ্য কমিশনের কোন পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে তথ্য কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।- (১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, যথা :-

- (ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;
- (খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হইলে;
- (গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;
- (ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হইলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;
- (ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;
- (চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা :-

- (ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;
- (খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;
- (গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;
- (ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;
- (ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারী করা; এবং
- (চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) তথ্য কমিশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

- (ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
- (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও, ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;
- (গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;
- (ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- (জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- (ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- (ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- (ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;
- (ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

- (ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;
- (ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- (ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং
- (ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাাদি পর্যালোচনা করা।

১৪। বাছাই কমিটি।- (১) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

- (ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
- (গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;
- (ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত এমন অথবা গণমাধ্যমের সহিত সম্পর্কিত সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অনূন্য ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে, উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।- (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন।

(২) ৬৭ (সাতষষ্টি) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর কিংবা ৬৭ (সাতষষ্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেইটি আগে ঘটে, স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ একই পদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, তবে কোন তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হইবেন না।

(৫) আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৬) প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রধান তথ্য কমিশনারের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান তথ্য কমিশনার পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ।- (১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত প্রধান তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি প্রধান তথ্য কমিশনার বা অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কতর্ক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থায়ী দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কতর্ক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্বলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৭। তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সরকার কতর্ক নির্ধারিত হইবে।

১৮। তথ্য কমিশনের সভা।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তথ্য কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যিনি তথ্য কমিশনার হিসাবে জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যে কোন ১ (এক) জনের উপস্থিতিতে তথ্য কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) তথ্য কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায় তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৯। তথ্য কমিশন তহবিল।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তথ্য কমিশন তহবিল হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং তথ্য কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তথ্য কমিশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

২০। বাজেট।- তথ্য কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে তথ্য কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২১। তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।- (১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে তথ্য কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা তথ্য কমিশনের জন্য আবশ্যিক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) তথ্য কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২৩। তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।- (১) তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন তথ্য কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, তথ্য কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায় আপীল, অভিযোগ, ইত্যাদি

২৪। আপীল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংস্কৃত হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা

(১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে-

(ক) আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) তদ্বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীল আবেদনটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

২৫। অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথাঃ-

- (ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;
- (খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;
- (গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, স্বাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা :-

- (ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথা :-
 - (অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;
 - (আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;
 - (ই) বিশেষ কোন তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলী প্রকাশ;
 - (ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;
 - (উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;
 - (ঊ) কোন ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;
- (খ) এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;
- (গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;
- (ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;
- (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;
- (চ) তথ্যের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান।

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৬। **প্রতিনিধিত্ব।**- কোন অভিযোগের পক্ষসমূহ তথ্য কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

২৭। **জরিমানা, ইত্যাদি।**- (১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

- (ক) কোন যুক্তিহীন কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন-

তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০(পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্য করিয়া কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

২৮। **Limitation Act, 1908** এর প্রয়োগ।- এই আইনের অধীন আপীল বা অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) এর বিধানাবলী, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।**- এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া গণ্য কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে, এই আইনে উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের ব্যতীত, কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৩০। **তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।**- (১) প্রতি বৎসরের ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বৎসরের নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা :-

- (ক) কর্তৃপক্ষগয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা;
- (খ) অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছে উহার বিবরণ;
- (গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল;
- (ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ;
- (ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সংগৃহীত উপযুক্ত মূল্যের পরিমাণ;
- (চ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ;
- (ছ) নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব;
- (জ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা;
- (ঝ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ;
- (ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও দন্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ও উহার বিবরণ;
- (ট) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার মোট পরিমাণ;
- (ঠ) তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা;
- (ড) তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- (ঢ) তথ্য কমিশনের বিবেচনায় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এইরূপ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়;
- (ণ) এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালনে কোন কর্তৃপক্ষের অনীহা পরিলক্ষিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত প্রতিবেদন তথ্য কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৩২। কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে।- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৪) তফসিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৩। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

৩৬। মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ।- এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনুদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এতদ্বারা তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা ৩২ দৃষ্টব্য)

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ
(১)	(২)
১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২।	ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪।	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮।	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

আশফাক হামিদ
সচিব।

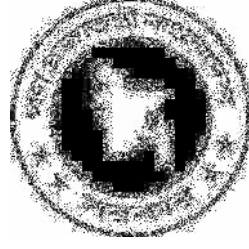
মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৯, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ অক্টোবর ২০০৯

নং ৫৮-(আঃমঃ) (মুঃপ্রঃ)-তম/প্রেস-২/তক-১/২০০৮ (অংশ)—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত The Right to Information Act, 2009 (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) নিম্নরূপ ইংরেজী অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

সহকারী সচিব।

(৭১৩৭)
মূল্য : টাকা ১৪.০০

Right to Information Act, 2009**Act. No. XX of 2009****An Act****to make provisions for ensuring free flow of information and people's right to information.**

Whereas freedom of thought, conscience and speech is recognized in the Constitution of the People's Republic of Bangladesh as one of the fundamental rights and right to information is an inalienable part of freedom of thought, conscience and speech; and

Whereas all powers of the Republic belong to the people, and it is necessary to ensure right to information for the empowerment of the people; and

Whereas if the right to information of the people is ensured, the transparency and accountability of all public, autonomous and statutory organisations and of other private institutions constituted or run by government or foreign financing shall increase, corruption of the same shall decrease and good governance of the same shall be established; and

Whereas it is expedient and necessary to make provisions for ensuring transparency and accountability in all public, autonomous and statutory organisations and in other private institutions constituted or run by government or foreign financing;

it is hereby enacted as follows :—

Chapter 1**Introductory**

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Right to Information act, 2009.

(2) Of this Act—

- (a) all the sections except sections 8, 24 and 25 shall be deemed to have come into force on 20 October, 2008; and
- (b) sections 8, 24 and 25 shall come into force on 1 July, 2009.

2. **Definitions.**—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) “Appellate Authority” means—
 - (i) in case of and information providing unit, the administrative head of its immediate superior office; or
 - (ii) if there is no superior office of such unit, the administrative head of that unit;
- (b) “Authority” means—
 - (i) any organization constituted in accordance with the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh;
 - (ii) and ministry, division or office established under the Rules of Business made under article 55(6) of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh;
 - (iii) any statutory body or institution established by or under any Act;
 - (iv) any private organisation or institution run by government financing or with aid in grant from the government fund;
 - (v) any private organisation or institution run by foreign aid in grant;
 - (vi) any organisation or institution that undertakes public functions in accordance with any contract made on behalf of the Government or made with any public organisation or institution; or
 - (vii) any organisation or institution as may be notified in the official Gazette from time to time by the Government;
- (c) “officer” shall also include and employee;
- (d) “information providing unit” means—
 - (i) head office, divisional office, regional office, district office or upazila office of any department, directorate or office attached to or under any ministry, division or office of the Government;
 - (ii) head office, divisional office, regional office, district office or upazila office of an authority;

- (e) “Information Commission” means the Information Commission established under section 11;
- (f) “information” includes any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video, drawing, painting, film, any instrument done through electronic process, machine readable record, and any other documentary material regardless of its physical form or characteristics, and any copy thereof in relation to the constitution, structure and official activities of any authority:

Provided that it shall not include note-sheets or copies of note-sheets;

- (g) “right to information” means the right to obtain information from any authority;
- (h) “Schedule” means Schedule to this Act;
- (i) “third party” means any other party associated with information, other than that applying for information or any authority providing such information;
- (j) “officer-in-charge” means any officer appointed under section 10;
- (k) “prescribed” means prescribed by rules or regulations;
- (l) “regulations” means regulations made under section 34;
- (m) “Selection Committee” means the selection committee constituted under section 14;
- (n) “rules” means rules made under section 33.

3. Act to override.—Of any existing law—

- (a) the provisions of providing information shall not be affected by the provisions of this Act; and
- (b) the provisions of creating impediment in providing information shall be superseded by the provisions of this Act if they become conflicting with the provisions of this Act.

Chapter 2

Right to, Preservation of, Publication of and Access to Information

4. Right to information.—Subject to the provisions of this Act, every citizen shall have the right to information from the authority, and the authority shall, on demand from a citizen, be bound to provide him with the information.

5. Preservation of information.—(1) In order to ensure right to information under this Act, every authority shall prepare catalogue and index of all information and preserve it in an appropriate manner.

(2) Every authority shall, within a reasonable time-limit, preserve in computer all such information as it thinks fit for preservation in computer, and shall connect them through a country-wide network to facilitate access to information.

(3) The Information Commission shall, by regulations, frame instructions to be followed by every authority for the preservation and management of information and all authority shall follow the instructions.

6. Publication of information.—(1) Every authority shall publish and publicise all information pertaining to any decision taken, proceeding or activity executed or proposed by indexing them in such a manner as may easily be accessible to the citizens.

(2) In publishing and publicising information under sub-section (1), no authority shall conceal any information or limit its easy access.

(3) Every authority shall publish a report every year which shall contain the following information, namely:—

- (a) particulars of its organisational structure, activities, responsibility of the officers and employees, or description and process of decision making;
- (b) lists of all laws, Acts, Ordinance, rules, regulations, notifications, directives, manuals, etc. of the authority including the classification of all information lying with the authority;

- (c) description of the terms and conditions under which a citizen may get services from the authorities in obtaining any license, permit, grant, consent, approval or other benefits and of such conditions that require the authority to make transactions or enter into agreements with him;
- (d) particulars of the facilities ensuring right to information of the citizens, and the full name, designation, address, and, in cases where applicable, fax number and e-mail address of the assigned officer.

(4) If the authority frames any policy or takes any important decision, it shall publish all such policies and decisions and shall, if necessary, explain the reasons and causes in support of such policies and decisions.

(5) The report prepared by authority under this section shall be made available free of charge for public information and its copies shall be stocked for sale at nominal price.

(6) All the publications made by the authority shall be made available to the public at reasonable price.

(7) The authority shall publish and publicise the matters of public interest through press note or through any other means.

(8) The Information Commission shall, by regulations, frame instructions to be followed by the authority for publishing, publicising and obtaining information and all the authority shall follow them.

7. Publication of or providing with certain types of information not mandatory.—Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, no authority shall be bound to provide with the following information, namely—

- (a) any such information that may, if disclosed, cause a threat to the security, integrity and sovereignty of Bangladesh;
- (b) any such information relating to any aspect of foreign policy that may affect the existing relationship with any foreign country or international organisation or any regional alliance or organization;

- (c) any secret information received from a foreign government;
- (d) any information relating to inherent secrets of commercial or business nature, copyright or intellectual property right that may, if published, affect the intellectual property right of a third party.
- (e) any of the following information that may, if disclosed, be gainful or damaging to any particular individual or organization, namely :—
 - (i) any advance information about income tax, customs, VAT and law relating to excise duty, budget or change in the tax rate;
 - (ii) any advance information about changes relating to exchange rate and interest rate;
 - (iii) any advance information about the management and supervision of the financial institutions including banks;
- (f) any such information that may, if disclosed, obstruct the enforcement of law or incite any offence;
- (g) any such information that may, if disclosed, endanger the security of public or impede the due judicial process of a pending case;
- (h) any such information that may, if disclosed, offend the privacy of the personal life of an individual;
- (i) any such information that may, if disclosed, endanger the life or physical safety of any person;
- (j) any such information given in confidence to any law enforcement agency by a person;
- (k) any matter pending before any court of law and which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;
- (l) any such information that may, if disclosed, impede the process of investigation;

-
- (m) any such information that may, if disclosed, affect any investigation process of offence and the arrest and prosecution of offender;
 - (n) any such information which is, according to law, liable to be published only for a certain period of time;
 - (o) any such information that is generated through technical or scientific experiment, and is expedient to keep secret for strategic or commercial reasons;
 - (p) any such information pertaining to a purchase process before it is complete or a decision has been taken about it;
 - (q) any such information that may be prejudicial to the special rights of the House of the Nation;
 - (r) any secret information of a person which is protected by law;
 - (s) any advance, information relating to question papers of an examination or marks given;
 - (t) any document including summaries to be placed before the Cabinet or, as the case may be, before the Council of Advisers and information relating to discussions and decisions of such meetings :

Provided that after taking any decision by the Cabinet or, as the case may be, by the Council of Advisors, the reasons of taking such decisions and the basis upon which the decisions are taken may be disclosed :

Provided further that the concern authority shall take prior approval from Information Commission for withholding information under this section;

8. Request for Information.—(1) Under this Act a person may apply to the officer-in-charge requesting for information either in writing or through electronic means or through e-mail.

(2) The request made under sub-section (1) shall include the following information, namely :—

- (i) name, address of the person making request, in applicable cases, his fax number and email address;

- (ii) correct and clear description of the information sought for;
- (iii) other related information so that the location of the information sought for may be easily found out;
- (iv) description of the modes how he wants to have the information, that is making inspection, having copy, taking note or any other approved method.

(3) The request for information under this section shall be made in a form printed by the authority, or as the case may be, in prescribed format :

Provided that if the form is not printed or is not easily available or if the format has not yet been prescribed, request may be made for information by inserting information mentioned in sub-section (2) on a piece of white paper, or in electronic form or through e-mail.

(4) In the case of obtaining information under sub-section (1), the person making the request shall pay reasonable fees as may be prescribed by the officer-in-charge for such information.

(5) The Government may, in consultation with the Information Commission, fix the fees for having any information by notification in the official Gazette, and, if necessary, may fix the price of information, or as the case may be, may exempt an individual or a class of individuals or any other class from paying such price.

(6) Every authority shall prepare and publicise a list of information to be supplied free of cost upon an instruction of the Information Commission.

9. Procedure for providing information.—(1) The designated officer shall, on receipt of a request under sub-section (1) of section 8, provide the information to the applicant within 20 (twenty) working days from the date of receiving the request.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if more than one unit or authority are involved with the information sought for, such information may be provided within 30 (thirty) working days.

(3) Despite anything contained in sub-section (1) and (2), if the officer-in-charge, due to any reason, fails to provide the information sought for, he shall inform the applicant the reasons thereof in writing within 10 (ten) working days.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), if a request made under sub-section (1) of section 8 is relating to the life and death, arrest and release from jail of any person, the officer-in-charge shall provide preliminary information thereof within 24 (twenty-four) hours.

(5) Where the officer-in-charge fails to provide information within the time-frame as mentioned in sub-section (1), (2) or (4), it shall be presumed that the request for information has been rejected.

(6) When any information sought for is available with the officer-in-charge, he shall determine a reasonable price of that information and shall request the applicant to pay the price within 5(five) working days.

(7) For determining the price under sub-section (6), the price shall not exceed the actual expense of providing information such as cost of printing electronic format or photocopying or print-out.

(8) Where an officer-in-charge thinks that the request made for information under sub-section (1) of section 8 is appropriate, and such information has been supplied by a third party or a third party's interest is involved in it and the third party has considered it as secret information, the officer-in-charge shall cause a notice to be served upon the third party within 5(five) working days for written or oral opinion, and if the third party gives any opinion in response to such notice, the officer-in-charge shall take into consideration such opinion and make a decision in respect of providing information to the applicant.

(9) Notwithstanding anything contained in section 7, no request for information may be totally rejected on the ground that it is associated with information that is not mandatory for publication, and the portion of the requested information which is not mandatory for publication and is reasonably separable from the portion shall be provided to the applicant.

(10) Where access to the record or a part thereof is required to be provided to a perceptual handicapped, the officer-in-charge shall provide assistance to him to enable him to access such information and such assistance shall deem to include any assistance which is required for such inspection.

Chapter 3

Designated Officer

10. **Designated Officer.**—(1) Within 60 (sixty) days after commencement of this Act, all authorities existing prior to such commencement shall appoint a designated officer for each of the units for providing information according to the provisions of this Act.

(2) Any authority established after the commencement of this Act shall, within 60 (sixty) days after such establishment, appoint a designated officer for each of the units for providing information according to the provisions of this Act.

(3) If any authority establish any office after the commencement of this Act, it shall, within 60(sixty) days of such establishment, appoint a designated officer for each of the units for providing information according to the provisions of this Act.

(4) All authorities shall inform the information Commission the names, designation, address and, in case where applicable, fax number and e-mail addresses of the designated officers appointed under sub-section (1), (2) and (3) within 15(fifteen) working days from the date of such appointment.

(5) A designated officer discharging his duty under this Act may seek assistance from any other officer and the officer whose assistance is sought shall be bound to extend necessary help to the officer-in-charge.

(6) If a designated officer seeks support from other officer under sub-section (5) and any provision of this Act is contravened due to failure of giving such assistance, then such other officer shall also be deemed to be the officer-in-charge for determining the liability under this Act.

Chapter 4

Establishment of Information Commission, etc.

11. **Establishment of Information Commission.**—(1) After the commencement of this Act, a commission to be known as the Information commission shall be established for carrying out the purposes of this Act and in accordance with its provisions.

(2) The Information Commission shall be an independent body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by its own name sue and be sued.

(3) The head office of the Information Commission shall be at Dhaka and the Commission may, if necessary, establish branch offices anywhere in Bangladesh.

12. Constitution of the Commission.—(1) The Commission shall consist of the Chief Information Commissioner and 2(two) other Commissioners, at least 1 (one) of whom shall be a woman.

(2) The Chief Information Commissioner shall be the Chief Executive of the Commission.

(3) No act or proceeding of the Commission shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in, or any defect in the Constitution of the Information Commission and no question shall be raised in this regard.

13. Powers and functions of the Information Commission.—(1) If any person files a complaint regarding any one of the following reasons, the Information Commission shall, subject to the provision of this Act, receive, inquire into and dispose of such complaint, namely:—

- (a) non-appointment of an officer-in-charge by any authority, or its refusal to accept a request for information ;
- (b) refusal of any request for information;
- (c) a request for information has been left unattended or no information received within the time-limit specified under this Act;
- (d) if the applicant is asked for a fee or compelled to pay an amount of fee which he considers to be unreasonable;
- (e) if the applicant is provided with incomplete information or such information that appears to be misleading or false; and
- (f) any other matter relating to requesting or obtaining information under this Act.

(2) The Information Commission may, on its own accord or upon a complaint, conduct an inquiry regarding the complaint raised under this Act.

(3) The Information Commission, or as the case may be, the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, may exercise such powers as a civil court may exercise under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) in respect of the following matters, namely :—

- (a) to issue summons to enforce the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or other things;
- (b) to examine and inspect information;
- (c) to receive evidence on affidavit;
- (d) to bring in any information from any office;
- (e) to issue summons for witnesses or documents; and
- (f) any other matter prescribed by rules for carrying out the purposes of this Act.

(4) Notwithstanding anything contained contrary in any other law, while inquiring after a complaint under this Act, the Information Commission or, as the case may be, the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners may examine on spot any information relating to the complaint kept in the custody of any authority.

(5) The Functions of the Information Commission shall be as follows namely :—

- (a) to issue directives for the preservation, management, publication, publicity of and access to information by authority;
- (b) to prescribe the procedure for applying for information from the authority and, as the case may be, to fix appropriate price of information;
- (c) to formulate guidelines and directives as to the preservation and implementation of the right to information of the citizens;

-
- (d) to consider the provisions recognized under the Constitution of the People's Republic of Bangladesh or any other law for the time being in force in order to preserve the right to information and recommend to the Government for their effective implementation by indicating the impediments;
 - (e) to identify the impediments against the preservation and implementation of right to information of the citizens and recommend to the Government for appropriate solution;
 - (f) to conduct research on the agreements relating to the right to information and other international instruments and to recommend to the Government for their implementation;
 - (g) to examine the similarities of the prevailing law relating to the maintenance and implementation of the right to information of the citizens and to make necessary recommendation to the Government or, as the case may be, to the appropriate authority in order to ensure their harmonization with the international instruments;
 - (h) to advise the Government to ratify or sign any international instrument on right to information;
 - (i) to conduct research on preservation and implementation of the right to information and to assist the educational and professional institution for conducting such research;
 - (j) to publicize the issues relating to the preservation and implementation of the right to information among different classes of citizens of the society and to increase their awareness about the right to information by publishing, disseminating or any other means;
 - (k) to advise and provide assistance to the Government in order to make necessary laws and administrative directives for preservation and implementation of right to information;
 - (l) to advise and provide assistance to the organizations or institutions working for the preservation and implementation of the right to information and to citizens in general;

- (m) to increase public awareness on right to information by conducting research, seminars, symposiums, workshops and similar other measures and disseminate the result obtained from the research;
- (n) to give the authority technical and other assistance with a view to ensuring right to information;
- (o) to establish a web portal for Bangladesh to ensure right to information;
- (p) to oversee the actions taken under any other law relating to the preservation and implementation of the right to information;

14. **Selection Committee.**—(1) A selection committee shall consist of the following 5 (five) members with a view to providing recommendation for the appointment of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners, namely :—

- (a) a judge of the Appellate Division, nominated by the Chief Justice, who shall also be its Chairman;
- (b) the Cabinet Secretary of the Government of the People's Republic of Bangladesh;
- (c) one member from the ruling party and one from the opposition, nominated by the Speaker while the Parliament is in session;
- (d) one representative nominated by the Government from among the persons involved in the profession of journalism holding a post equivalent to the editor or a prominent member of the society related to mass communication.

(2) The Ministry of Information shall provide necessary secretarial assistance to constitute the selection committee under sub-section (1) and to carry out the functions of such selection committee.

(3) The presence of at least 3 (three) members shall constitute the quorum of the selection committee.

(4) In order to appoint the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners, the selection committee shall, on the basis of the decision of the majority members present at the meeting, recommend 2 (two) names against each vacant post.

(5) In the event of equality of votes in the selection committee, the Chairman shall have right to a second or a casting vote.

(6) The selection committee shall prescribe the procedure of its meetings.

(7) No act or proceeding of the selection committee shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the committee and no question shall be raised in this regard.

15. Appointment, tenure, resignation etc. of the Chief Information Commissioner and other Commissioners.—(1) The President shall, on the recommendation of the selection committee, appoint the Chief Information Commissioner and other Information Commissioners.

(2) The Chief Information Commissioner or other Information Commissioners shall not be eligible to be appointed or hold office after he has attained the age of 67 (sixty-seven) years.

(3) The Chief Information Commissioner and other Information Commissioners shall hold office for a term of 5 (five) years from the date of appointment or till he attains the age of 67 (sixty-seven) years, whichever is earlier.

(4) The Chief Information Commissioner or other Information Commissioners shall not be eligible for reappointment for the same post, but an Information Commissioner shall not be ineligible for appointment to the post of Chief Information Commissioner.

(5) Subject to the provisions of this section, the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners Shall be appointed from amongst the persons with broad knowledge and experience in law, Justice, Journalism, education, science, technology, information, social service, management, or public administration.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioners may, at any time, resign from his office by writing under his hand addressed to the President.

(7) If the office of the Chief Information Commissioner becomes vacant or if the Chief Information Commissioner is on account of absence, illness or any other cause unable to perform the functions of his office the senior-most Information Commissioner shall perform the functions of the Chief Information Commissioner until a newly appointed Chief Information Commissioner has entered upon that office or until the Chief Information Commissioner has been able to resume his own duties.

16. Removal of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners.—(1) The Chief Information Commissioner and any Information Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President may remove the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner from their respective offices, if he—

- (a) is declared by a competent court to be insolvent;
- (b) engages himself in any post extraneous to his own duties during his term of office for remuneration;
- (c) is declared by a competent court to be of unsound mind;
- (d) is convicted of an offence involving moral turpitude.

17. Ranks, remuneration, allowances and other facilities of the Information Commissioners.—The rank, remuneration, allowances and other facilities of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be determined by the Government.

18. Meetings of the Commission.—(1) Subject to the provisions of this Act, the commission shall determine the procedure of its meetings.

(2) The Chief Information Commissioner shall preside over all the meetings of the Commission and in the case of his absence, the senior-most Information Commissioner shall preside over the meeting.

(3) The Presence of the Chief Information Commissioner and any 1 (one) of the Information Commissioners shall constitute the quorum of a meeting of the Information Commission.

(4) The Chief Information Commissioner and other Information Commissioners shall have one vote each in taking decision of the meeting of the commission and in the event of equality of votes, the person presiding over the meeting shall have the right to a second or casting vote.

Chapter 5

Financial matters of the Information Commission

19. **Information Commission Fund.**—(1) There shall be a fund to be called the Information Commission fund to carry out the purposes of this Act.

(2) The management and administration of the Information Commission Fund shall, subject to this section and the provisions of the rules made there under, be vested in the Information Commission.

(3) The salaries and allowances of the Chief Information Commission, the Information Commissioners, the Secretary and other employees of the Commission shall be paid from the fund in accordance with the terms and conditions of their service, and other expenses of the Information Commission shall also be disbursed from this fund.

(4) The following money shall be deposited to the fund, namely :—

- (a) annual grants provided by the Government;
- (b) grants provided by any institution with the approval of the Government.

20. **Budget.**—The Information Commission shall, within the time fixed by the Government, submit an annual budget to the Government for the next financial year in appropriate form specified in this behalf by the Government for approval and shall mention therein how much money it may require from the Government for such financial year.

21. Financial independence of the Information Commission.—(1) The Government shall, after due consideration of the Information commission's requisition, allocate specified amount of money to defray its expenses and the Information Commission need not to take the previous approval of the Government to spend the money allocated against the approved and prescribed heads.

(2) The provisions of this section shall not be construed to have prejudiced the rights of the Comptroller and Auditor General as mentioned in article 128 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

22. Accounts and audit.—(1) The Commission shall maintain its accounts properly and prepare an annual statement of its accounts.

(2) The Comptroller and Auditor General of Bangladesh, hereinafter referred to as the Auditor General, shall audit the accounts of the Commission every year and shall submit a copy of the audit report to the Government with a copy thereof to the Information Commission.

(3) In order to conduct the audit in accordance with sub-section (2), the Auditor General or any person empowered by him in this behalf shall have access to all records, documents and papers, cash or money kept in the bank, undertakings, treasury and other property and may examine the Chief Information Commission, the Information Commissioners or any officer or employee of the Commission.

Chapter 6

Officers and Employees of Information Commission

23. The Secretary and other officers and employees of the Information Commission.—(1) There shall be a Secretary of the Information Commission.

(2) The Commission may, subject to the prior approval of the Government by determining the organizational organogram appoint such number of officers and employees as may be necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

(3) The salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Secretary and other officers and employees shall be determined by the Government.

(4) The Government may, upon request from the Information Commission, appoint any officer or employee of the Republic on deputation to the Commission.

Chapter 7

Appeal, Complaint, etc.

24. **Disposal of appeal, etc.**—(1) If Any person fails to receive information within the time specified in sub-section (1), (2) and (4) of section 9 or is aggrieved by a decision of the officer-in-charge may, within 30 (thirty) days from the expiry of such period or, as the case may be, from the receipt of such a decision, prefer an appeal to the appellate authority.

(2) If the appellate authority is satisfied that the appellant has failed to prefer an appeal within the time-limit as mentioned in sub-section (1) for any reasonable ground, it may accept the appeal even after the expiry of that time.

(3) The appellate authority shall within 15 (fifteen) days of the receipt of the appeal under sub-section (1) or (2)—

- (a) direct the concerned officer-in-charge to supply the appellant the requested information; and
- (b) dismiss the appeal if it is not considered fit for acceptance.

(4) The officer-in-charge on being directed to supply information under sub-section (3) shall, within the time specified in sub-section (1), (2) or, as the case may be, (4) of section 9, provide the appellant with the requested information.

25. **Making of Complaint, disposal, etc.**— (1) A person may lodge a complaint to the Information Commission for any of the following reasons namely :—

- (a) if he gets no information under sub-section (1) of section 13;

- (b) if he is aggrieved by the decision on his appeal under section 24;
- (c) if he gets no information within the time-limit mentioned in section 24 or, as the case may be, gets no decision about providing information.

(2) A complaint may be lodged to the Information Commission at any time in respect of any matter mentioned in clause (a) of sub-section (1), and within 30 (thirty) days from the date of such decision or, as the case may be, the date of exceeding the time-limit in respect of any matter mentioned in clause (b) and (c) of sub-section (1).

(3) If the Information Commission is satisfied that the complainant, for any reasonable cause, fails to lodge a complaint within the time limit as mentioned in sub-section (2), it may accept the appeal even after the expiry of that time.

(4) If the Information Commission is satisfied upon an complaint or other wise that any authority or, as the case may be, any officer-in-charge has failed to do an act or has done an act that was not necessary to do in accordance with the provisions of this Act, it may take action against such authority or, as the case may be, such officer-in-charge under this section.

(5) On receipt of a complaint under sub-section (1) or if it is required to take an action under sub-section (4), the Chief Information Commissioner himself shall enquire into the complaint or delegate the duty to any other information Commissioner to enquire into the same.

(6) The Chief Information Commission or, as case may be, the Information Commissioner, within 30 (thirty) days from the date of taking or receiving duty under sub-section (5), shall, after completing the enquiry into the complaint, prepare a decision-paper for the Information Commission.

(7) The decision-paper mentioned in sub-section (6) shall be presented in the next meeting of the Information Commission, and it shall, on discussion in the meeting, take decision regarding the matter.

(8) During the enquiry into any complaint under this section, the authority or, as the case may be, the officer-in-charge against whose decision the complaint is lodged, shall be given an opportunity to present arguments in support of his decision.

(9) If a third party is involved in the complaint, the Commission shall also give such third party an opportunity to present his statements.

(10) The Information Commission shall, in general, dispose of any complaint made under sub-section (1) within 45 (forty five) days of receiving such complaint, but, in special cases, if it requires extended time to complete the enquiry and depositions of the witnesses, the complaint may be disposed of within such extended time :

Provide that the time limit of disposing of a complaint shall not, in any way exceed more than 75 (seventy five) days inclusive of extended time.

(11) At the time of taking decision under this section, the Information Commission shall have the following powers namely :—

- (a) to direct the authority or, as the case may be, the officer-in-charge to take the following steps which are necessary to take under the provisions of this Act, namely :—
 - (i) to provide the requested information in a specific manner;
 - (ii) to appoint an officer-in-charge;
 - (iii) to publish any special information or special class of information;
 - (iv) to bring changes in the procedures to be followed by the authority in respect of preservation, management or publication of information;
 - (v) to impart better training on right to information to the officers of the authority;
 - (vi) to give compensation for any loss or damage;
- (b) to impose fines under this Act;
- (c) to keep the decision of the authority in force;
- (d) to reject any complaint;
- (e) to classify the information newly by the authority;
- (f) to interpret any matters relating to the nature, classification, preservation, publication, supply of information in the light of this Act.

(12) Any decision passed under this section by the Information Commission shall be binding upon all concerned.

(13) The Information Commission shall inform its decision to all concerned in writing.

(14) The Information Commission shall take other steps in disposing of a complaint in such manner as may be prescribed by regulations.

26. **Representation.**—The parties to a complaint may present their statements before the Commission either personally or through a lawyer.

27. **Fines, etc.**—(1) With reference to the disposal of any complaint or otherwise, if the Information Commission has reasons to believe that an officer-in-charge—

- (a) has refused to receive any request for information or an appeal without assigning any reasons;
- (b) has failed to provide information to the applicant or to make decision within the time-limit determined by the Act;
- (c) has refused to receive a request or an appeal with mala fide intention;
- (d) has provided wrong, incomplete, confusing and distorted information in place of the information that was sought for;
- (e) has created impediments in receiving information;

then, the Information Commission may impose fine for per day 50 (fifty) taka from the date of doing such action by the officer-in-charge to the date of providing information, and such fine shall not, in any way, exceed more than 5000 (five thousand) taka.

(2) The Information Commission shall, before imposing any fine under sub-section(1), give the officer-in-charge an opportunity of hearing.

(3) If the Information Commission is satisfied that the officer-in-charge has created impediments in getting information of any citizen by any act under sub-section (1), then, it may, in addition to imposing fine under sub-section (2), recommend the concerned authority to take departmental action against the officer, treating his such act to be a misconduct, and may request the authority to inform the Information Commission about the action taken last in respect of this matter.

(4) If any fine or compensation payable under this Act is not paid, it may be recoverable from the concerned officer through such procedures as are applicable for the recovery of a land revenue in accordance with the provisions of Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913).

28. Application of the Limitation Act, 1908.—Subject to the provisions of this Act, the provisions of the Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) shall, as far as possible, apply in the case of preferring an appeal or lodging a complaint under this Act.

29. Bar against filing suit.—No person shall, except preferring an appeal before an appellate authority or, as the case may be, lodging a complaint before the Information Commission under this Act, raise any question before any court for anything done or deemed to be done, any action taken or the legality of any order passed or any instruction made under this Act.

Chapter 8

Miscellaneous

30. Annual Report of the Information Commission.—(1) The Information Commission shall, by 31 March of every year, furnish an annual report of its functions performed during the previous year to the president.

(2) In the report mentioned in sub-section (1), the following information shall be included, namely :—

- (a) the number of requests for information made to each authority;
- (b) the number of decisions for refusing requests for information to the applicants, and description of the provisions of this Act under which these decisions were taken;
- (c) the number of appeals preferred against the decisions of the officer-in-charge, and the result thereof;

- (d) particulars of any disciplinary action taken against any officer by any authority;
- (e) the amount of money collected by each authority under the Act;
- (f) description of different activities taken by the authorities in implementing the provisions of this Act;
- (g) reform proposals received from different authorities relating to ensuring right to information of the citizens;
- (h) number of complaints received by the Information Commission;
- (i) description of the actions taken by the Information Commission in respect of the complaint received;
- (j) number of officers punished by the Information Commission and description of such punishments;
- (k) total amount of fine imposed and recovered by the Information Commission;
- (l) description of the regulations made and instructions issued by the Information Commission;
- (m) accounts of incomes and expenditures of the Information Commission;
- (n) any other related matters that the Information Commission thinks necessary to be included;
- (o) specific recommendations to take actions against those authorities that appear to be unwilling to follow the provisions of this Act.

(3) After receiving the report under sub-section (1), the President shall cause the report to be laid before the Parliament.

(4) The Information Commission shall publish and publicize its annual report submitted to the President under sub-section (1) on the mass media and website.

(5) For preparing the report under this section, every authority shall give other related assistance to the Information Commission along with providing necessary information.

31. **Protection of action taken in good faith.**—No, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Information Commission, the Chief Information Commissioner, the Information Commissioners or any officers or employee of the Information Commission, or officer-in-charge of any authority or any other officer or employee there of it any body is affected by any information made public or deemed to be made public in good faith under this Act, or rules or regulations made there under.

32. **Inapplicability of this Act in case of certain organisations and institutions.**—(1) Notwithstanding anything contained in any provisions of this Act, this Act shall not apply to the organisations and institutions which are involved in state security and intelligence mentioned in the Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), this section shall not apply to such information that are pertaining to corruption and violation of human rights in the above-mentioned organisations and institutions.

(3) On receipt of any request for information under sub-section (2), the concerned organisation or institution shall, subject to the approval of the Information Commission, provide the applicant with the requested information within 30 (thirty) days from the date of receipt of such request.

(4) The Government if necessary may, in consultation with the Information Commission, amend the Schedule increasing or decreasing the number of organisations and institutions mentioned in the Schedule by a notification published in the official Gazette from time to time.

33. **Power to make rules.**—For the purposes of this Act, the Government may, by notification in the official Gazette, make rules in consultation with information commission.

34. **Power to make regulations.**—For the purposes of this Act, the Information Commission may, with the prior approval of the Government and by notification in the official Gazette, make regulations.

35. **Removal of ambiguity.**—If any ambiguity arises in implementing any provisions of this Act, the Government may, by notification in the official Gazette and subject to consistency with the provisions of this Act, remove such ambiguity.

36. **Original and English Text.**—The Original Text of this Act shall be in Bangla and there shall be an authentic text of an authorised translation of it in English :

Provided that in the event of conflict between the Bangla and the English text, the Bangla text shall prevail.

37. **Repeal and savings.**—(1) The Right to Information Ordinance, 2008 (Ord. No. L of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any act done or any measures taken under the Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

SCHEDULE

(Vide section 32)

State security and intelligence agencies established by the Government.

Serial N0.	Organisations or Institutions
1	2

1. National Security Intelligence (NSI).
2. Directorate General Forces Intelligence (DGFI).
3. Defence Intelligence Units .
4. Criminal Investigation Department (CID), Bangladesh Police.
5. Special Security Force (SSF).
6. Intelligence Cell of the National Board of Revenue.
7. Special Branch, Bangladesh Police.
8. Intelligence Cell of Rapid Action Battalion (RAB).

দ্বিতীয় অংশ

সূচী	পৃষ্ঠা নং
১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক * ভূমিকা * পটভূমি * বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর	৬৫-৭০



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ



‘তথ্য অধিকার আইন’ ২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক। বাংলাদেশে সচেতন সমাজ দীর্ঘদিন ধরে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবী জানিয়ে আসছিল। জনগণের ক্ষমতায়ন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ, ২০০৯ জাতীয় সংসদে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করা হয় এবং ৫ এপ্রিল, ২০০৯ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ০১ জুলাই, ২০০৯ থেকে ‘তথ্য অধিকার আইন’ ২০০৯ কার্যকর হয় এবং আইন অনুযায়ী উক্ত তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনের পটভূমিঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে। তারপর আর এটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আইন কমিশনের খসড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদ কিছু সুপারিশ করে। এসব সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়।

সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে ‘তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮’ জারি করা হয়। দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে দায়িত্ব নেয়ার পর পরই বর্তমান মহাজোট সরকার ‘তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮’ কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ অন্যতম।

তথ্য অর্থ কি?

সাধারণভাবে বলতে গেলে যে কোন ধরনের রেকর্ডই তথ্য শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য বলতে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না (ধারা-২-এর চ)।

“কর্তৃপক্ষ” অর্থ কি?

কর্তৃপক্ষ অর্থ-(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা (আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় (ই) কোন আইন দ্বারা বা তার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা (খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ধারা-২এর খ)।

“তথ্য প্রদান ইউনিট” বলতে কি বুঝায়?

সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় প্রভৃতিকে বুঝায় (ধারা-২ এর ঘ)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলতে কি বুঝায়?

এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হতে সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন (ধারা-১০)।

আপীল কর্তৃপক্ষ” কারা?

কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান (ধারা-২এর ক)।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ/আবেদন কিভাবে করা যাবে অথবা তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের নিয়মাবলী কি?

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে, যথা : অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা; যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা; অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী এবং কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা নির্ধারিত ফরমে হতে হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সরকার কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীর কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে (ধারা-৮)।

তথ্য প্রদানের সময়সীমা কত দিন?

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ)

কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, শ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন। (ধারা-৯)।

কর্তৃপক্ষ কি কি পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ করবে?

ক) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা : এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার দ্বিতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সেই সকল তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার সংযোগ স্থাপন করবে। তথ্য কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে (ধারা-৫)। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা তৈরী করেছে যা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

খ) তথ্য প্রকাশ ও প্রাপ্তি : প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তুতকৃত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, তা সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে এবং প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা : (ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি (খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ইত্যাদির তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস (গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ (ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, ইত্যাদি।

কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং তার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে। তথ্য কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে (ধারা-৬)। তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা তৈরী করেছে যা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

কোন কোন তথ্য কর্তৃপক্ষ প্রকাশ বা প্রদান করতে বাধ্য নয় ?

কোন কর্তৃপক্ষ নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথাঃ (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে (খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে (গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য (ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) (ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যথাঃ (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত, (চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে

পারে (এ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য (ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ (ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা তার কার্যক্রম সংক্রান্ত (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে (দ) আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য (ধারা-৭)।

তবে মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে। এই ধারার অধীন তথ্যপ্রদান স্থগিত রাখবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বনুমোদন গ্রহণ করতে হবে (ধারা-৭ এর শর্ত)।

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা কতটুকু ?

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, তার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে, যথা : (ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা (খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে (গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে, উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে (ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয় (ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে (চ) তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয় (ধারা-১৩)।

তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে। Code of Civil Procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তথ্য কমিশন বা প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথা : (ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করা (খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা (গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা (ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা (ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারী করা এবং (চ) এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করতে পারবেন (ধারা-১৩)।

তথ্য কমিশনের কার্যাবলী কি কি ?

তথ্য কমিশনের কার্যাবলী হবে যথাক্রমে : (ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও তথ্যের উপস্থাপন মূল্য নির্ধারণ (গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ (ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান (ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান (চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান (ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তা দূরীকরণার্থে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান (জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান (ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে

গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান (এ৪) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান (ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান (ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার (ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে করিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান (ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন এবং (ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা (ধারা-১৩)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে কার নিকট, কিভাবে আপীল করবে?

কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার বা সিদ্ধান্ত লাভ করবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারেন নাই, তা হলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা তদবিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন (ধারা-২৪)।

কখন তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাবে?

তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা, তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে, তথ্যের এমন অংশের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়, অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা যা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন (ধারা-২৫)।

তথ্য কমিশন কিভাবে এবং কতদিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পারবে ?

অভিযোগ প্রাপ্তির পর কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করে প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করবেন। সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তথ্য কমিশন এর সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ প্রদান করবে। প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। তবে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না (ধারা-২৫)।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশনের করণীয় কি ?

কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন, অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হয়েছিল তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেছেন, কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন তা হলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হতে তথ্য

সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য সর্বনিম্ন ৫০(পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করতে পারবে এবং জরিমানার মোট পরিমাণ কোনক্রমেই ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হবে না। নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এমন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করতে পারবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে (ধারা-২৭)।

জরিমানা কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে আদায় করা হবে?

কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে (ধারা-২৭ এর ৪)।

তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যাবে কিনা?

এই আইনের অধীন কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে, আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের ব্যতীত, কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না (ধারা-২৯)।

তথ্য প্রদানে কোন কোন সংস্থাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এদের কাছ থেকে কি জনগণ কি কোন তথ্যই পাবেন না?

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করে অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করবে (ধারা-৩২)।

‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ এর প্রাধান্য কি?

প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না এবং তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে (ধারা-৩)।

বিঃ দ্রঃ এই পুস্তিকা পাঠে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ এর মূল বাংলা পাঠটি প্রাধান্য পাবে।

প্রস্তুতকরণে-

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)

এফ ৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

তৃতীয় অংশ

সূচী	পৃষ্ঠা নং
১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	
* প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	৭৩
* প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	৭৪
* তথ্য কমিশনারদ্বয় কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	৭৫-৭৭
* তথ্য কমিশনের সচিব কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ	৭৮-৭৯
* তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গ্রহীত পদক্ষেপ	৮০
* তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	৮০
* তথ্য কমিশন কর্তৃক জনঅবহিতকরণ সংক্রান্ত লিফলেট	৮১-৮২

প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯”

বাস্তবায়নকল্পে গ্রহীত পদক্ষেপঃ

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব জনাব মোহাম্মদ জমির গত ৩১ মার্চ, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন

- “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সুস্পষ্টভাবে সকল শ্রেণীর জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার ও টকশোতে অংশ গ্রহণ করেছেন- যেমন- “নিউজ টুডে”, “নিউ এইজ”, “মিডিয়া ওয়াচ”, “সমকাল”, “দি ইনডিপেন্ডেন্ট”, “যায়যায় দিন”, “যুগান্তর”, “সংবাদ”, “আমাদের সময়”, “আইস টুডে”, “আরটিভি”, “ইটিভি”, “এটিএন”, “এনটিভি”, “বিটিভি” প্রভৃতি।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলীর উপর তিনি বিআইআইএসএস, ন্যাশনাল ডিফেন্স কমান্ড কলেজ, বিআইডিএস, জাতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।
- আরটিআই এ্যাক্ট, ২০০৯ এর ব্যাখ্যা বিশেষণ এবং বাংলাদেশে এর বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগে তিনি জার্মান, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।
- তথ্য কমিশনের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও এনজিওদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে- যেমন- “মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন”, “এমআরডিআই”, “রিসার্চ ইনশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ”, “আর্টিকেল-১৯”, “ব্র্যাক” প্রভৃতি।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে “বিবিসি”, “ভোয়া”, “বিডি-২৪”, “বিএসএস” প্রভৃতির সাথে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন।
- তিনি তথ্য অধিকার সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সভায় অংশ গ্রহণ করেন।
- এছাড়াও সমগ্রদেশে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে তাঁদের মাধ্যমে এ আইনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী ১৫ জুলাই, ২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও সচিব জনাব এম. আজিজুর রহমান কর্তৃক
“তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।
(২ জুলাই, ২০০৯ - ১০ জানুয়ারী, ২০১০)

- জনাব এম. আজিজুর রহমান ২ জুলাই, ২০০৯ তারিখ প্রধান তথ্য কমিশনার পদে যোগদান করেন;
- কমিশনে যোগদানের পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও তাঁদের অতীব মূল্যবান দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন;
- সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Office accommodation এর ব্যাপারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন;
- কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, বিধি ও প্রবিধিনমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা - কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন;
- কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, যশোর, মাগুরা ও নড়াইল জেলায় অনুষ্ঠিত “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, এনজিও, মুক্তিযোদ্ধা, সুশীলসমাজ, সাংবাদিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
- World Bank (WB), United Nations Development Programme (UNDP), International Press Institute এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডি-নেট প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় করেন।
- “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” এর ১৫ ধারা অনুসারে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম. আজিজুর রহমান এর কর্মকাল পরিসমাপ্তির পর তিনি গত ১০ জানুয়ারী, ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের এর নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

**তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক “তথ্য অধিকার
আইন, ২০০৯” বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ।
(জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১০)**

- ❖ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ২ জুলাই, ২০০৯ তারিখ তথ্য কমিশনার পদে যোগদান করেন;
- ❖ কমিশনে যোগদানের পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও তাঁদের অতীব মূল্যবান দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন;
- ❖ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Office accommodation এর ব্যাপারে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন;
- ❖ কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা - কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন;
- ❖ কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, যশোর, মাগুরা ও নড়াইল জেলায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, এনজিও, মুক্তিযোদ্ধা, সুশীলসমাজ, সাংবাদিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
- ❖ World Bank (WB), United Nations Development Programme (UNDP), International Press Institute এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন; ডি-নেট, কমিউনিটি রেডিও নেটওয়ার্ক, নাগরিক উদ্যোগ প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় কালে অংশ গ্রহণ এবং কমিশনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন;
- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫ ধারা অনুসারে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম. আজিজুর রহমান এর কর্মকাল পরিসমাপ্তির পর বিগত ১০ জানুয়ারী, ২০১০ তারিখে জনাব তাহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৩ (তিন) মাস তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন;
- ❖ ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, বিধি ও প্রবিধিমালা অনুমোদনের বিষয়ে তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন;
- ❖ তথ্য কমিশনের স্থায়ী অফিসের জন্য জমি বরাদ্দের ব্যাপারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশনের নামে সরকার কর্তৃক ১ (এক) বিঘা জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রচারণার অগ্রগতি বিষয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, হবিগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ এর জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ করেন;
- ❖ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এর সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বপ্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর তিনি সবিস্তারে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন;
- ❖ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, এনজিও বিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ ও বিধি-বিধান নিয়ে মতবিনিময় করেন;
- ❖ ৩০ মে, ২০১০ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ (আরআইবি) কর্তৃক আয়োজিত “বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অভিজ্ঞতা” শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও মতবিনিময় করেন;
- ❖ ২৪ জুন, ২০০৯ তারিখে কুমিল্লা সদর আদর্শ উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম জনঅবহিতকরণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সরকারী কর্মকর্তাগণসহ সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং বিধি-বিধান নিয়ে তিনি সভায় আলোচনা করেন।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম (সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা. বি. বর্তমানে প্রেষণে)
কর্তৃক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :
(জুলাই, ২০০৯ থেকে ২৪ জুন, ২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত) :

- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে তিনি যথাক্রমে কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, খাগড়াছড়ি, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ ২২টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় কর্মসূচী সফলভাবে পরিচালনা করেন।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর প্রচার ও প্রসারকল্পের ধারাবাহিকতায় তিনি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও টকশোতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন- 'প্রথম আলো', 'কালের কণ্ঠ', 'সমকাল', 'যুগান্তর', 'জনকণ্ঠ', 'আমাদের সময়', 'ডেইলি স্টার', 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' এবং 'বিটিভি', 'ইটিভি', 'আরটিভি', 'দেশ টিভি', 'এনটিভি', 'চ্যানেল আই' প্রভৃতি।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর বিধানবলীর উপর বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও এনজিও বিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমিগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। যেমন-বিপিএটিসিতে ফাউন্ডেশন কোর্স এবং এসিএডি কোর্স, ডিডেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পুলিশ ইন্সপেক্টরদের ট্রেনিং কোর্স, এনডিসি, এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কোর্স, 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' আয়োজিত প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নিয়োগ বিধিমালা, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রভৃতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও আলাপ-আলোচনা এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউএনডিপি, এডিবি, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট ও জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে বিভিন্ন NGO যেমন- 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন', 'এমআরডিআই', 'রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ অব বাংলাদেশ', 'আর্টিকেল-১৯', 'কমিউনিটি রেডিও', 'ইন্টার-কোঅপারেশন', 'Empowerment through Law of the Common Pople', 'নাগরিক উদ্যোগ', 'আরডিআরএসএস', 'গভর্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম', 'ব্রাক', 'গণস্বাক্ষরতা অভিযান', 'আইন ও শালিস কেন্দ্র', 'আদিবাসী পরিষদ', 'উন্নয়ন কথা', 'Centre for informantation studies এবং জাতিসংঘ কর্তৃক তথ্য স্বাক্ষরতা 'মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, কুষ্টিয়া' 'সুজন কর্তৃক আয়োজিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি' প্রভৃতির সাথে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় করেন।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়ন ও জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করণকল্পে তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার কাউন্সিল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জনতা ব্যাংক প্রভৃতির সঙ্গে মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন।
- গত ২৭ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'Towards More Open and Transparent Government in South Asia' শীর্ষক Regional Workshop এ অংশগ্রহণ করে স্বাঅজস্র ভুক্তদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার কর্তৃক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

- * গত ২৮.১০.২০০৯ তারিখে সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য কমিশনের সচিব হিসেবে যোগদান করেন।
- * তিনি 'তথ্য অধিকার আইন' বাস্তবায়নকল্পে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সহযোগিতা কামনা করে পত্র প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে দেশের সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেয়া হলে জেলা প্রশাসকগণ আইনটির বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন।
- * জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য তিনি সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে অধীনস্থ কর্তৃপক্ষগুলোকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন।
- * তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তিনি সকল জেলা প্রশাসককে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৪,৫০০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবীসহ চাহিত তথ্যাদি কমিশনে পাওয়া গেছে। আশা করা যায় চলতি বছরের শেষ অবধি প্রায় ৫০,০০০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি কমিশন প্রাপ্ত হবে।
- * 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তিনি বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- * 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তিনি নরসিংদী জেলায় আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করে আইনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আইনগত ও প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করেন এবং অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।
- * তিনি গত ২৯ মার্চ, ২০১০ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ১ বছর' উপলক্ষে আয়োজিত সভায় যোগদান করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
- * বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর একটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরীতে সহায়তা করেন।
- * তিনি বিপিএটিসি এবং কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে বিভিন্ন ক্যাডার সদস্যদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।
- * নিজস্ব ভবন না থাকায় তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে চালু করা হয় এবং এর জন্য একটি উপযুক্ত স্থান/ ভবন খুঁজে বের করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।
- * তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবগণের আন্তরিক সহযোগিতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াদীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর ভাড়া নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। অবশেষে তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ভাড়া চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়। সরকারী অর্থ বরাদ্দ দ্বারা ইতিমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর উক্ত ফ্লোরটিকে অফিসে রূপান্তর করায় গত ০৩/০১/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় প্রত্নতত্ত্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

* তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশনের টিওএন্ডই অনুমোদনের নিমিত্ত তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ জন জনবল সমৃদ্ধ টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তথ্য কমিশনের অফিস সরঞ্জামাদি ও যানবাহন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে। তবে ৭৬ জন জনবল সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জারীর বিষয়টি তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এজন্য খসড়া নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করে অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

* তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণকল্পে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জমি বরাদ্দ প্রাপ্তির পর নিজস্ব ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

* কমিশন ইতোমধ্যে অত্যন্ত সীমিত জনবলের দ্বারা প্রায় দুই হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ডাটাবেজে অর্ন্তভুক্ত করেছে।

* কমিশন শীঘ্রই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

* তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে প্রধান তথ্য কমিশনারের জন্য একটি জীপ গাড়ী এবং চারটি সিডান কার সংগ্রহ করেছে।

* তথ্য কমিশন এর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করেছে এবং চলতি জুন, ২০১০ মাসের মধ্যে তা সম্পাদিত হবে বলে আশা করেছে।

* কমিশন জুলাই, ২০১০ মাসের মধ্যেই কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট/পোর্টাল চালু করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট এড্রেস infocom.gov.bd.

* এছাড়াও তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পর বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী অফিসে প্রেরণ করা হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণকালে প্রদান করা হবে বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছে।

তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ :

০১। ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে বেলা কর্তৃক দাখিলকৃত একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। বেলার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ভবন নির্মাণ অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য জানতে চেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজউক; চেয়ারম্যান, রাজউক এবং সচিব, গ্রহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিকট আবেদন দাখিল করার পরও তথ্য না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে এ অভিযোগটি দায়ের হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে চেয়ারম্যান, রাজউক এবং সচিব গ্রহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিকট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবীসহ তথ্যাদি জানতে চাওয়া হলে চাহিত তথ্য পাওয়া গেছে। তৎপর তথ্য কমিশন থেকে অভিযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তথ্য কমিশনকে জানানো হয়নি।

০২। মোঃ এনামুল কবির হাওলাদার, আয়কর উপদেষ্টা কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অভিযোগটি তথ্য কমিশনের গত ২২.০৬.২০১০ তারিখের সভায় আলোচিত হয়েছে এবং অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ ব্যাখ্যা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় গুনানীঅন্তে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

০৩। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী জনগণ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে দাখিলকৃত আবেদনের কপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেছে। এর মধ্যে ২২টি আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ :

- তথ্য গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী দুই ক্ষেত্রেই তথ্য প্রযুক্তির সংযোগ (এক্সেস) এখনও খুবই নগন্য হওয়ায় ইহা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ একটি পূর্বশর্ত। বর্তমানে সরকারী, বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংরক্ষণের ডিজিটাল পদ্ধতি এখনও গ্রহণ না করায় তথ্যের প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।
- সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা স্বপদে স্থায়ী না হওয়ায় তাঁকে প্রদান করা প্রশিক্ষণ অনেক সময় স্থায়ীভাবে কাজে লাগছে না।
- তথ্য প্রদান ও গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি; এক্ষেত্রে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
- প্রান্তিক/গ্রামীণ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠি; যারা তাদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যতীত নতুন, পুরানো সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ প্রায় অসম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির সংরক্ষণ ব্যয় অনেক বেশী। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও এ বাধা মোকাবেলায় আরো কিছু সময় প্রয়োজন।
- স্বেচ্ছাপ্রদেহিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধকরণঃ প্রতিটি কর্তৃপক্ষের উচিত ভালমন্দ সব তথ্যই উৎপত্তির সাথে সাথে স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তথ্যের আবেদন যাচাই বাছাই করার সামর্থ্য তারা অর্জন করতে পারে এবং আবেদনকারীর অনুরোধকৃত তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে।
- কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব : কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে তথ্য অধিকার আইন কতটুকু কার্যকর হবে। স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে তথ্য প্রদানের আবহ সৃষ্টি করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য প্রদান ইউনিট ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকাই মুখ্য।
- তথ্য অধিকার আইনকে তৃণমূলমুখী করা : তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য বঞ্চনা ও হতাশায় ভরা জনগোষ্ঠিকে জাগ্রত করা এবং তাদের আত্মনির্ভর হওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করা। তথ্যের জন্য আবেদনকারী অর্থাৎ জনগণ যাতে চাহিত তথ্য দ্রুত পেতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- তথ্য কমিশন : এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমিশনকে অত্যন্ত তৎপর হতে হবে। প্রয়োজনে বিভাগেও শাখা স্থাপন করতে হবে।

Bangladesh



জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহ :

কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা সদর উপজেলা।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- “নিউজ টুডে”, “নিউ এইজ”, “মিডিয়া ওয়াচ”, “সমকাল”, “দি ইনডিপেন্ডেন্ট”, “যায়যায় দিন”, “যুগান্তর”, “সংবাদ”, “আমাদের সময়”, “প্রথম আলো”, “কালের কণ্ঠ”, “জনকণ্ঠ”, এবং “ডেইলি স্টার”।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার :

- ‘ইটিভি’, ‘আরটিভি’, ‘দেশ টিভি’, ‘এনটিভি’, ‘চ্যানেল আই’ “আইস টুডে”, “আরটিভি”, “ইটিভি”, “এটিএন”, “এনটিভি”, “বিটিভি” প্রভৃতি।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে “বাংলাদেশ বেতার”, “বিবিসি”, “ভোয়া”, “বিডি-২৪”, “বিএসএস” প্রভৃতির সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা।

সৌজন্য সাক্ষাৎকার :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে আলোচনা :

- জার্মানী, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা :

- ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট প্রভৃতি।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা :

- “মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন”, “এমআরডিআই”, “রিসার্চ ইনশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ”, “আর্টিকেল-১৯”, “ব্র্যাক” ‘কমিউনিটি রেডিও’, ‘ইন্টার-কোঅপারেশন’, ‘এলকপ’, ‘নাগরিক উদ্যোগ’, ‘আরডিআরএসএস’, ‘গভর্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম’, ‘ব্রাক’, ‘গণস্বাক্ষরতা অভিযান’, ‘আইন ও শালিস কেন্দ্র’, ‘আদিবাসী পরিষদ’, ‘উন্নয়ন কথা’, ‘CIS ও UNIC কর্তৃক তথ্য স্বাক্ষরতা’ ‘মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, কুষ্টিয়া’ প্রভৃতি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে আলোচনা :

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনতা ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স প্রভৃতি

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ :

- ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘Towards More Open and Transparent Government in South Asia’ শীর্ষক Regional Workshop এ অংশগ্রহণ।



তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

টেলিফোন নম্বরসমূহঃ ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০

৯১৩৭৪৪৯, ৯১১০৬৭৫, ৮১৮১২১১ | ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ই-মেইল : cicicbd@yahoo.com